নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন ড. মোশাররফ হোসেন

জাককানইবি প্রতিনিধি

প্রকাশ: ১৬ মে, ২০২৬ ২০:৪০

ছবি : কালের কণ্ঠ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম উপাচার্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশাররফ

হোসেন। শনিবার (১৬ মে) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিস কক্ষে যোগদানপত্রে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে তিনি তার কার্যকাল শুরু করেন।

এর আগে গত ১৪ মে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬’-এর ১০ (১) ধারা অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেনকে আগামী ৪ বছরের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

যোগদান প্রক্রিয়া শেষে নবনিযুক্ত উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘চির উন্নত মম শির’ স্মারক ভাস্কর্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাস্কর্য এবং ২০০৫ সালের ১ মার্চ সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক বটতলায় স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে বিশ্ববিদ্যালয়, দেশ ও সমগ্র বিশ্বের

কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এ সময় কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইমদাদুল হুদা, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. এ এইচ এম কামাল, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. বখতিয়ার উদ্দিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাখাওয়াত হোসেন সরকার, আইন অনুষদের ডিন মুহাম্মদ ইরফান আজিজ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ, দপ্তর প্রধান, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে উপাচার্যের কনফারেন্স কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, বিভাগীয় ও দপ্তর প্রধানদের সঙ্গে এক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপাচার্য মহান সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করার পাশাপাশি স্বাধীনতার রূপকার ও ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান,

প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং ১৯৫২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

এ সময় সহকর্মীদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, ‘আমি পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক।

আমি আপনাদের কাছ থেকে সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সুপরামর্শ—এই তিনটি জিনিস প্রত্যাশা করি। আপনারা সকলে নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করলে এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে যাবে।’

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় নিজের পরিকল্পনা তোলে ধরে তিনি বলেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীদের কোনো উদ্দেশে ব্যবহার করতে বা লেলিয়ে দিতে চাই না, বরং তাদের

প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে চাই। মানুষের দোষ-গুণ থাকবেই, তাই অন্যের দোষত্রুটি নিয়ে আমার কান ভারী করার চেষ্টা করবেন না। ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত আদর্শ থাকা স্বাভাবিক, তবে কেউ নিজের আদর্শ আড়াল করে ‘হাইব্রিড’ হওয়ার চেষ্টা করবেন না।

আমি শূন্য থেকে শুরু করে দল-মত-নির্বিশেষে সবার সহযোগিতায় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি উন্নত, মানসম্পন্ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।’

নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ১৯৭৫ সালের ১০ ডিসেম্বর জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার মুকুন্দবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জামালপুর থেকে ঢাকা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (১৯৯৭) এবং স্নাতকোত্তর (১৯৯৮) উভয়

পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ভারতের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োটেকনোলজি (জৈব প্রযুক্তি) বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনে ২০০৩ সালের ৫ জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে তার শিক্ষকতা জীবন শুরু হয়। এরপর তিনি ২০০৪ সালে সহকারী অধ্যাপক, ২০১১ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০১৫ সালের ৫ ডিসেম্বর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের ৬ নভেম্বর তিনি জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক মহলে একজন গবেষক হিসেবে তার সুখ্যাতি রয়েছে। দেশ-বিদেশের স্বনামধন্য জার্নালে তার ১০টি বই এবং ৫৩টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তার মোট সাইটেশন সংখ্যা ১,৮৫৩, এইচ-ইনডেক্স ১৮, রিসার্চ ইন্টারেস্ট স্কোর ১,৫৪৫ এবং মোট রিড সংখ্যা ৫৩,৩৯৭টি।

উদ্ভিদবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলাদেশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এবং ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্সের ‘ইয়াং সায়েন্টিস্ট গোল্ড মেডেল-২০১০’ লাভ করেন। এছাড়াও তিনি ভারতের ‘ঊষা ভিজ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড-২০ইউএসএ-২০১৯’, ইন্ডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ ফেলোশিপ, দক্ষিণ

আফ্রিকার কোয়াজুলু-নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-ডক্টরেট স্কলারশিপ এবং ওয়ার্ল্ড একাডেমি অব সায়েন্সের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ফেলোশিপের জন্য মনোনীত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন।